শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রাভুপাদকৃত ‘ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য’,
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকৃত ‘গৌড়ীয় ভাষ্য’,
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত ‘সারার্থ দর্শিনী’ টীকাঅবলম্বনে...
এছাড়াও ভক্তিবেদান্ত বিদ্যাপীঠ সংকলিত ‘ভাগবত সুবোধিনী’ গ্রন্থের বিশেষ সহায়তায়...

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – শ্রীল প্রভুপাদের তাৎপর্য থেকে
বিবৃতি – গৌড়ীয় ভাষ্য
তথ্য – গৌড়ীয় ভাষ্য
অনুতথ্য (পাদটীকা) – ব্যক্তিগত অতিরিক্ত তথ্য সংযোজন

পদ্মমুখ নিমাই দাস
p.nimai.jps@gmail.com

১ম স্কন্ধ ১৮শ অধ্যায় – মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্রাহ্মণ বালকের দ্বারা অভিশপ্ত

১.১৮ - মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্রাহ্মণ বালকের দ্বারা অভিশপ্ত

- **১-১০ - পরীক্ষিৎ মহারাজের জন্ম, মৃত্যু, এবং কলিকে দণ্ডদান**
  - ১-৪ - জন্ম, চেতনা, ভগবানে শরণাগতি এবং দেহত্যাগ
  - ৫-৬ - পরীক্ষিতের রাজত্ব কালে প্রভাব বিস্তারে কলির অসামর্থ্যতা
  - ৭ - পরীক্ষিত মহারাজ কর্তৃক কলির বিশেষ গুণ দর্শন
  - ৮-১০ - ভক্তদের উপর কলি নিষ্ক্রিয়; হরিকথার গুরুত্ব
- **১১-১৭ - ঋষিদের কৃষ্ণকথা শ্রবণের আগ্রহ**
  - ১১-১২ - হোম যজ্ঞ এবং হরিকথা শ্রবণের পার্থক্য
  - ১৩-১৪ - সাধুসঙ্গ এবং হরিকথার প্রভাব
  - ১৫ - বক্তা, শ্রোতা এবং আলোচ্য বিষয়ের যোগ্যতা
  - ১৬-১৭ - হরিকথা শ্রবনে অতৃপ্তি
- **১৮-২৩ – সূত গোস্বামীর বিনম্রতা প্রকাশ এবং শ্রীকৃষ্ণ মহিমা বর্ণন –**
  - ১৮-১৯ – হরিনাম এবং বৈষ্ণব সেবার মাহাত্ম্য
  - ২০-২২ - ভগবানের অদ্বিতীয় পদ
  - ২৩ – ব্যক্তিগত উপলব্ধি অনুসারে ভগবানের লীলা বর্ণনা
- **২৪-৩১ – শমীক ঋষির প্রতি পরীক্ষিৎ মহারাজের ক্রোধ**
  - ক্ষুধার্থ ও পিপাশার্থ হয়ে ক্রুদ্ধ পরীক্ষিৎ কর্তৃক শমীক ঋষির গলায় মৃত সর্প অর্পণ
- **৩২-৫০ – অনভিজ্ঞ বালক শৃঙ্গির অভিশাপ প্রদান; শমীক ঋষির অনুতাপ ও প্রার্থনা**
  - ৩৩-৩৫ - গর্বস্ফীত শৃঙ্গীর উক্তি
  - ৩৬-৩৭ - শৃঙ্গী কর্তৃক পরীক্ষিতকে অভিশাপ
  - ৩৮-৪০ – শৃঙ্গীর তার পিতা শমীক ঋষির নিকট আগমন
  - ৪১-৪২ - অভিশাপের কথা শুনে শমীক ঋষির অনুতাপ
  - ৪৩-৪৫ - রাজতন্ত্র বিনাশের পরিনাম
  - ৪৬-৫০ - পুত্রের অপরাধ ক্ষমার জন্য শোমীক ঋষির প্রার্থনাঃ ভক্তের গুণ

১-১০ - পরীক্ষিৎ মহারাজের জন্ম, মৃত্যু, এবং কলিকে দণ্ডদান

🕮 ১.১৮.১ – অজ্ঞাতসারে পরীক্ষিতের ভগবৎ কৃপালাভ

সূত গোস্বামী বললেন- মহারাজ পরীক্ষিৎ মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে, দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দগ্ধ হওয়া সত্ত্বেও অদ্ভুতকর্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় মৃত্যুমুখে নিপতিত হননি।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- মহারাজ পরীক্ষিতের অদ্ভুত শাসন ব্যবস্থার কথা শুনে বিশেষ করে কলিকে দণ্ডদান এবং তাঁর রাজ্যে কোন রকম অনিষ্ট সাধন করা থেকে নিরস্ত করার কথা শুনে নৈমিষারণ্যের ঋষিরা অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন। সূত গোস্বামীও মহারাজ পরীক্ষিতের অদ্ভুত জন্ম এবং কর্ম সম্বন্ধে বর্ণনা করতে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন, তাই সূত গোস্বামী নৈমিষারণ্যের ঋষিদের উৎসাহ বর্ধনের জন্য এই কথাগুলি বলেছিলেন।

🕮 ১.১৮.২ – জ্ঞাতসারে ভগবানের প্রতি শরণাগতি

অধিকন্তু, মহারাজ পরীক্ষিৎ সর্বদা জ্ঞাতসারে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত ছিলেন, এবং তাই তিনি ব্রাহ্মণের অভিশাপে তক্ষক দংশনে প্রাণ সঙ্কট হলেও সেই ভয়ে বিচলিত হননি।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবানে শরণাগত ভক্তকে বলা হয় নারায়ণপরায়ণ। সেই প্রকার ব্যক্তি কোন স্থান অথবা কোন ব্যক্তির ভয়ে ভীত হন না, এমন কি তিনি মৃত্যুভয়েও ভীত হন না। তাঁর কাছে পরমেশ্বর ভগবানের থেকে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নেই, এবং তাই তাঁর কাছে স্বর্গ এবং নরক সমান গুরুত্বপূর্ণ।
- পরীক্ষিৎ মহারাজ সেই অভিশাপকে নারায়ণের আশির্বাদ বলে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি জানতেন যে, নারায়ণ (শ্রীকৃষ্ণ) তাঁকে তাঁর মাতৃ জঠরে ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং এখন যদি তক্ষকের দংশনে তাঁর মৃত্যু হয়, তা হলে সেটিও ভগবানেরই ইচ্ছা। ভক্ত কখনও ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করেন না; তাঁর কাছে সব কিছুই ছিল ভগবানের আশীর্বাদ।

🕮 ১.১৮.৩ – শুকমুখে ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞানলাভ এবং গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ

তারপর, সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করে মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব গোস্বামীর শরণাগত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করেছিলেন এবং ভগবানের তত্ত্ব সম্যক্‌ভাবে অবগত হয়ে গঙ্গার তীরে তাঁর দেহ ত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- এখানে 'অজিত' শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 'অজিত' নামে পরিচিত, কেননা কেউ কখনও তাঁকে পরাজিত করতে পারে না। কেউই তাঁর প্রকৃত স্থিতি জানতে পারে না। তিনি জ্ঞানের দ্বারাও অপরাজেয়।
- শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানের উৎকৃষ্ট গুণাবলী দর্শন করার ফলে মানুষ জড় জগতের সমস্ত আসক্তি বর্জন করতে সক্ষম হয়।
- পরমেশ্বর ভগবান বেদেরও দুর্লভ, কিন্তু শুকদেব গোস্বামীর মতো নিত্য মুক্ত ভক্তের কৃপায় অনায়াসে তাঁকে জানা যায়।

🕮 ১.১৮.৪ – জীবদ্দশায় ভগবৎ কথামৃত পানে রত ব্যক্তির 'অন্তে নারায়ন স্মৃতি সুনিশ্চিত

তাঁর এরকম হওয়া বিচিত্র নয়, কেননা যাঁরা উত্তমশ্লোক ভগবানের বার্তাতেই অবিরত রত থাকেন, যাঁরা নিরন্তর ভগবানের কথারূপ সেই অমৃত পান করেন এবং তাঁর চরণ-কমল স্মরণ করেন, জীবনের অন্তিম সময়েও তাঁদের বুদ্ধি-বিভ্রম হয় না।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি হচ্ছে অন্তিম সময়ে ভগবানের দিব্য প্রকৃতি স্মরণ করা। জীবনের এই সিদ্ধি তিনিই লাভ করেন, যিনি শুকদেব গোস্বমীর মতো গুরুপরম্পরা ধারায় স্থিত মুক্ত পুরুষের কাছ থেকে বৈদিক শ্লোকের মাধ্যমে ভগবানের দিব্য প্রকৃতি সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করেছেন।
- এইভাবে বিনীত শিষ্য তাঁর জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত দিব্য জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়।
- মৃত্যুর সময় সাধারণ মানুষের পক্ষে কোন কিছু মনে রাখা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু ভগবানের কৃপায় এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্ত গুরুদেবের কৃপায় অনায়াসে সেই সৌভাগ্য অর্জন করা যায়।

🕮 ১.১৮.৫ – পরীক্ষিতের জীবদ্দশায় কলির প্রভাব বিস্তারে অসমর্থ

অভিমুন্যনন্দন মহারাজ পরীক্ষিৎ যতদিন এই পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন, ততদিন কলি এই পৃথিবীর সর্বত্র প্রবিষ্ট হলেও তার প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়নি।

🕮 ১.১৮.৬ – শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান ও তৎক্ষণাৎ কলির প্রবেশ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেদিন যে মুহূর্তে এই ধরাধাম পরিত্যাগ করেছিলেন, অধর্মের আশ্রয় কলি সেই দিন সেই মুহূর্তেই এখানে প্রবেশ করেছিল।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- তেমনি যদি নিরন্তর ভগবানের দিব্য নাম, যশ, গুণ ইত্যাদি কীর্তন হয়, তা হলে কলির প্রবেশ করার কোন সুযোগ থাকে না। এই পৃথিবী থেকে কলিকে দূর করে দেওয়ার এটিই হচ্ছে উপায়।
- আধুনিক মানব সমাজে জড় বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছে এবং তারা বায়ুমণ্ডলে শব্দের বিস্তারের জন্য বেতারযন্ত্র আবিষ্কার করেছে। এখন ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য কতকগুলি অর্থহীন শব্দ তরঙ্গায়িত না করে রাষ্ট্রনেতারা যদি শ্রীমদ্ভাগবতের ভিত্তিতে ভগবানের দিব্য নাম, যশ এবং লীলার অপ্রাকৃত শব্দ তরঙ্গ বিতরণ করেন, তা হলে এক অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, এবং সারা পৃথিবী জুড়ে ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হবে।

🕮 ১.১৮.৭ – সারগ্রাহী পরীক্ষিতের কলিযুগের বিশেষ গুন দর্শন

মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন মধুকরের মতো সারগ্রাহী। তিনি খুব ভালভাবেই জানতেন যে, এই কলিযুগে শুভ কর্ম সম্পাদন করার ইচ্ছামাত্রই তার ফল পাওয়া যায়, কিন্তু অশুভ কর্মসমূহের ক্ষেত্রে সেরূপ হয় না, সেগুলি অনুষ্ঠিত হলেই ফল দান করে। তাই তিনি কলিযুগের প্রতি বিদ্বেষী ছিলেন না।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- এই অধঃপতিত যুগে সমস্ত জীবেরা অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত বলে পরমেশ্বর ভগবান তাদের কিছু বিশেষ সুবিধা প্রদান করছেন। তাই ভগবানের কৃপায়, পাপ কর্মের অনুষ্ঠান না করা পর্যন্ত জীবকে পাপের ফল ভোগ করতে হয় না। অন্যান্য যুগে পাপ কর্মের কথা চিন্তা করার ফলেই কেবল জীবকে সেই কর্মের ফল ভোগ করতে হত।
- পক্ষান্তরে, এই যুগে পূণ্য কর্মের কথা চিন্তা করলেই তার ফল লাভ করা যায়।
- শ্রীমদ্ভাগবতের শেষে বলা হয়েছে যে, কলিযুগ যদিও একটি পাপের সমুদ্র কিন্তু এই যুগে একটি মহান্ গুণ রয়েছে। তা হচ্ছে কেবলমাত্র ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার ফলে জীব অনায়াসে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে।

🕮 ১.১৮.৮ – আত্মসংযত ব্যক্তিদের কলি থেকে ভয় নেই

মহারাজ পরীক্ষিৎ বিবেচনা করেছিলেন যে, নির্বোধ মানুষেরাই কেবল কলিকে অত্যন্ত শক্তিশালী বলে মনে করবে, কিন্তু যারা আত্মসংযত তাদের কলি থেকে কোন ভয় থাকবে না। মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন সিংহের মতো পরাক্রমশালী এবং তিনি মূর্খ এবং অসতর্ক ব্যক্তিদের রক্ষা করেছিলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- যারা ভগবানের ভক্ত নয়, তারা অসাবধান এবং বুদ্ধিহীন। যথার্থ বুদ্ধিমান না হলে পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত হওয়া যায় না।

🕮 ১.১৮.৯ – পরীক্ষিতের ইতিহাস প্রসঙ্গে কৃষ্ণ কথা

হে ঋষিবৃন্দ, আপনারা আমাকে যে প্রশ্ন করেছিলেন, সেই অনুসারে আমি আপনাদের মহারাজ পরীক্ষিতে পবিত্র ইতিহাসের প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা বর্ণনা করেছি।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপের ইতিহাস। ভগবানের কার্যকলাপ তাঁর ভক্তদের নিয়েই সম্পন্ন হয়। তাই ভক্তের ইতিহাস এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপের ইতিহাস ভিন্ন নয়। ভগবদ্ভক্ত মনে করেন যে, ভগবানের কার্যকলাপ এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তের কার্যকলাপ সমপর্যায়ভুক্ত, কেননা তা অপ্রাকৃত।

🕮 ১.১৮.১০ – জীবনের পূর্ণসিদ্ধিকামী ব্যক্তির কর্তব্য

যাঁরা তাঁদের জীবনের পূর্ণ সিদ্ধি অভিলাষী, তাঁদের অবশ্যই শ্রদ্ধাবনত চিত্তে অদ্ভুতকর্মা পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত গুণ এবং কার্যকলাপ সম্বন্ধীয় কথা শ্রবণ করা কর্তব্য।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- যথাযথভাবে শ্রবণ করার অর্থ হচ্ছে ধীরে ধীরে তাঁকে বাস্তব সত্য বলে জানা, এবং তার ফলে শাশ্বত জীবন লাভ করা যায়, এ কথা শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় বর্ণিত হয়েছে।

১১-১৭ - ঋষিদের কৃষ্ণকথা শ্রবণের আগ্রহ

🕮 ১.১৮.১১ – ঋষিগণ কর্তৃক সূত গোস্বামীর প্রশংসা এবং যশ ও দীর্ঘায়ু কামনা

ঋষিরা বললেন – হে সৌম্য সূত গোস্বামী! আপনি দীর্ঘায়ু হন এবং অনন্ত যশ লাভ করুন, কেননা আপনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ আমাদের কাছ বর্ণনা করেছেন। আমাদের মতো মরণশীল জীবেদের কাছে তা ঠিক অমৃতের মতো।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- যখন তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো তাঁর লীলাবিলাস করেন, তখনও তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ দিব্য, কারণ তা সম্পাদিত হয় তাঁর পরা শক্তির মাধ্যমে, যা জড়া প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।
- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত আদি প্রামাণিক শাস্ত্র গ্রন্থে বর্ণিত ভগবানের দিব্য কার্যকলাপ আমরা যতই শ্রবণ করি, ততই আমরা তাঁর পরা প্রকৃতি সম্বন্ধে জানতে পারি এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথে নিশ্চিতভাবে অগ্রসর হতে পারি।

🕮 ১.১৮.১২ –শ্রবণ কীর্তন মূল ভক্তি পন্থা ব্যতীত অন্য সব পন্থায় অভিষ্ঠ ফল লাভ অনিশ্চিত-

আমরা যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছি, সেই অনুষ্ঠানে ভুলত্রুটিজনিত বহুবিধ বিঘ্নের সম্ভাবনা, তাই আমরা জানি না নিশ্চিতভাবে তার ফল লাভ করা যাবে কি না। ধূমের দ্বারা বিবর্ণ আমাদের দেহকে আপনি শ্রীগোবিন্দের চরণারবিন্দের অমৃত পান করিয়েছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – কলিযুগে সম্ভাব্য যজ্ঞানুষ্ঠান

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- নৈমিষারণ্যের ঋষিরা যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করেছিলেন তা অবশ্যই ধূম এবং সংশয়ে পূর্ণ ছিল, কেননা তাতে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল।
- ধানের ক্ষেতে ভালভাবে লাঙল দিয়ে জমি তৈরি করলেও ফসল নির্ভর করে বৃষ্টির উপর এবং তাই তার ফল অনিশ্চিত। তেমনই, এই কলিযুগে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলও অনিশ্চিত। কলিযুগে কিছু অসৎ এবং লোভী ব্রাহ্মণেরা অবোধ মানুষদের প্রতারণা করার জন্য এই সব অনিশ্চিত এবং লোক-দেখানো যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে।
- ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শ্রীবিষ্ণু শিবকে বলেছেন যে, এই কলিযুগে মানুষ বিভিন্ন প্রকার উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হওয়ার ফলে সকাম কর্ম এবং মনোধর্ম প্রসূত জ্ঞানে অনর্থক প্রয়াস করবে, কিন্তু তারা যখন ভগবদ্ভাক্তিতে যুক্ত হবে, তখন তার ফল নিশ্চিত এবং অবশ্যম্ভাবী, এবং সেই পন্থা অনুসরণে কোন শক্তির অপচয় হয় না।

📖 ১.১৮.১৩ – সাধুসঙ্গ – আত্যন্তিক মঙ্গল লাভের উপায়

ভগবৎসঙ্গীর সঙ্গে নিমেষমাত্র সঙ্গ করার ফলে জীবের যে অসীম মঙ্গল সাধিত হয়, তার সঙ্গে স্বর্গ বা মোক্ষেরও তুলনা করা যায় না, তখন মরণশীল মানুষের জাগতিকে সমৃদ্ধির কথা আর কি বলার আছে!

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- একটি বস্তুর সঙ্গে অন্য আর একটি বস্তুর তুলনা তখনই সম্ভব হয়, যখন তাদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য থাকে। শুদ্ধ ভক্তের সান্নিধ্যের তুলনা কোন জাগতিক বস্তুর সঙ্গে করা সম্ভব নয়। যারা জড় সুখের প্রতি আসক্ত, তারা চন্দ্র, শুক্র, ইন্দ্রলোক আদি স্বর্গলোকে যাওয়ার কামনা করে, আর যারা মনোধর্মী ভৌতিক দর্শনের প্রতি আসক্ত, তারা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কামনা করে।
- একজন সরকারী কর্মচারী যেমন অফিসে অথবা তাঁর গৃহে অথবা যে কোন জায়গাতেই থাকুন না কেন, সর্ব অসস্থাতেই তিনি সরকারী কর্মচারী, তেমনই ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে জড় জগতের কোন সম্পর্ক নেই, কেননা তিনি সর্বদাই ভগবানের সেবায় ঐকান্তিকভাবে যুক্ত।
- ভগবদ্ভক্তি নিত্য; তা অন্তহীন , কারণ তা চিন্ময়। তাই, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সম্পদ জড় সম্পদ থেকে ভিন্ন হওয়ার ফলে এই দুয়ের মধ্যে কখনো কোন তুলনা করা সম্ভব হয় না।
- জড় জগতে জড় বিষয়াসক্ত মানুষদের বলা হয় যোষিত সঙ্গী, কারণ তারা স্ত্রীলোক এবং অন্যান্য জড় বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। এই প্রকার আসক্তি সর্বতোভাবে ত্যজ্য, কেননা তার ফলে মঙ্গল এবং সমৃদ্ধি দূর হয়ে যায়। তার ঠিক বিপরীত হচ্ছে ভগবৎ সঙ্গী, অর্থাৎ যিনি সর্বদা ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদির প্রতি আসক্ত। সেই প্রকার সঙ্গ সব সময় কাম্য; তা পূজনীয়, প্রশংসনীয়, এবং সেইটিই হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য।

📖 ১.১৮.১৪ – কৃষ্ণকথা শ্রবণে কোন রসজ্ঞ ব্যক্তি তৃপ্ত হতে পারেন?

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (গোবিন্দ) পরম শ্রেষ্ঠ মহাত্মাদের একমাত্র আশ্রয়। শিব, ব্রহ্মা প্রমুখ যোগেশ্বরেরাও তাঁর অপ্রাকৃত গুণসমূহের ইয়াত্তা করতে পারেন না। কোনও রসজ্ঞ ব্যক্তি কি তাঁর মহিমা শ্রবণ করে কখনো পূর্ণরূপে তৃপ্ত হতে পারেন ?

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – অনন্ত গুণসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- পরম শক্তিমান হচ্ছেন গোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণ। তিনি চিন্ময় এবং তাঁর চিন্ময় গুণাবলী শিব, ব্রহ্মা প্রমুখ শক্তিশালী ঈশ্বরের দ্বারাও মাপা সম্ভব নয়।
- পরমেশ্বর ভগবান অনন্ত, এবং তাঁর নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সবই অনন্ত, আর যাঁরা তা আস্বাদন করেন, তাঁরা অন্তহীনভাবে তা আস্বাদন করেও তৃপ্ত হন না। সেই তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে পদ্মপুরাণে –

রমন্তে যোগিনোহনন্তে সত্যানন্দচিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে॥

'যোগীরা পরম সত্য থেকে অসীম দিব্য আনন্দ লাভ করে, এবং তাই পরম সত্য, পরমেশ্বর ভগবানকে বলা হয় রাম।'

📖 ১.১৮.১৫ – কৃষ্ণকথা এবং তাঁর বক্তাও শ্রোতার যোগ্যতা

হে সূত গোস্বামী, আপনি বিদ্বান্ এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, কারণ ভগবানের সেবাই আপনার একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই আপনি দয়া করে আমাদের ভগবানের লীলাসমূহ বর্ণনা করুন, যা সমস্ত ভৌতিক বিচার ধারার অতীত, কেননা, সেই বাণী গ্রহণ করতে আমরা ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবানের দিব্য লীলা বিলাসের যিনি বক্তা, তাঁর সেব্য এবং আরাধ্য শুধু একজনই – তিনি হলেন পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। আর সেই বর্ণনা শ্রবণকারী শ্রোতাদের তাঁর কথা শ্রবণে ঐকান্তিক আকুলতা থাকা উচিত।
- আজকাল কেবল সাতদিন ধরে ভাগবত-সপ্তাহ হয় এবং অনুষ্ঠানের পর, বক্তা এবং শ্রোতা উভয়েই জাগতিক কার্যকলাপে আগের মতো লিপ্ত হয়ে পড়ে। তার কারণ সেই বক্তা ভগবত-প্রধান নন এবং শ্রোতারাও শুশ্রূষতাম্ নন, যে কথা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

📖 ১.১৮.১৬ – শুক-পরীক্ষিৎ সংবাদ শ্রবণের প্রার্থনা

হে সূত গোস্বামী, সেই মহাভাগবত মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্যাসনন্দন শুকদেবের কাছে যে ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে গরুড়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম প্রাপ্তিরূপ মোক্ষফল লাভ করেছিলেন, সে কথা আপনি দয়া করে আমাদের কাছে বর্ণনা করুন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- মোক্ষ মার্গের অনুসরণকারী পরমার্থবাদীদের মধ্যে কিছু মতভেদ রয়েছে। সেই পরমার্থ অনুশীলনকারীরা নির্বিশেষবাদী এবং ভগবদ্ভক্ত এই দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। ভগবদ্ভক্তরা ভগবানের অপ্রাকৃত রূপের আরাধনা করেন, আর নির্বিশেষবাদীরা ব্রহ্মজ্যোতি নামক ভগবানের দেহ নির্গত রশ্মিচ্ছটার ধ্যান করেন।
- শ্রীল শুকদেব গোস্বামীও প্রথমে নির্বিশেষবাদী ছিলেন, যে কথা তিনি নিজেই শ্রীমদ্ভাগবতে (২/১/৯) স্বীকার করেছেন, কিন্তু পরে তিনি ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা বিলাসের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তার ফলে ভগবদ্ভক্তে পরিণত হন।
- ভক্ত সাধারণত তিন প্রকার, যথা – প্রাকৃত, মধ্যম এবং মহাভাগবত।
- পারমার্থিক ইতিহাসের পাতায় বহু নির্বিশেষবাদীর ভক্তে পরিণত হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু কোন ভক্ত কখনও নির্বিশেষবাদী হননি। তার থেকে প্রমাণিত হয় যে, পারমার্থিক স্তরে ভক্তের স্থান নির্বিশেষবাদীদের উর্ধ্বে।

📖 ১.১৮.১৭ – শ্রীমদ্ভাগবতের বিশেষ মহিমা –

দয়া করে আপনি আমাদের কাছে সেই অনন্ত সত্তার মহিমা বর্ণনা করুন, কেননা তা পবিত্রকারী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। তা মহারাজ পরীক্ষিতকে শোনানো

হয়েছিল এবং তা ভক্তিযোগে পূর্ণ হওয়ার ফলে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয়।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- মহারাজ পরীক্ষিতকে যা শোনানো হয়েছিল এবং যা শুদ্ধ ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয় তা হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবত মুখ্যত পরম অনন্তের কার্যকলাপের বর্ণনায় পূর্ণ, এবং তাই তা ভক্তিযোগের বিজ্ঞান। তাই তা হল 'পরা', অর্থাৎ পরম, কেননা যদিও তা সমস্ত জ্ঞান এবং ধর্মে পূর্ণ, তথাপি তা ভগবদ্ভক্তির দ্বারা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ।

১৮-২৩ – সূত গোস্বামীর বিনম্রতা প্রকাশ এবং শ্রীকৃষ্ণ মহিমা বর্ণন –

১.১৮.১৮ – সূতগোস্বমীর দৈন্যোক্তি – মহাত্মাদের সঙ্গ প্রভাব

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন- আহা! যদিও আমরা সঙ্কর বর্ণোদ্ভুত তথাপি জ্ঞানবৃদ্ধ মহাপুরুষদের সেবা করার ফলেই কেবল সফলজন্মা হয়েছি। এই প্রকার মহাত্মাদের সঙ্গে কেবল বার্তালাপ করার ফলেই নিম্নকুলে জন্মজনিত অযোগ্যতা অচিরেই বিদূরিত হয়ে যায়।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – যথার্থ মুক্তি

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৈদিক প্রথার এই সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেছিলেন, এবং তাঁর দিব্য সঙ্গ প্রভাবে তিনি বহু নিম্নকুলোদ্ভূত, জন্ম অনুসারে অথবা কর্ম অনুসারে অযোগ্য ব্যক্তিদের, ভগবদ্ভক্তির অতি উন্নত স্তরে উন্নীত করেছিলেন যে, ব্রহ্মণ-শূদ্র, সন্ন্যাসী-গৃহস্থ নির্বিশেষে যে কোন মানুষ কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা হওয়ার ফলে আচার্য অথবা গুরু হতে পারেন।
- শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর সুযোগ্য প্রচারকদের প্রেরণ করার মাধ্যমে সারা পৃথিবীর অত্যন্ত কলুষিত পরিবেশ পবিত্র করতে চেয়েছিলেন, এবং ভারতবাসীদের কর্তব্য হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই দায়িত্ব গ্রহণ করে সর্বোচ্চ স্তরের পরোপকার সাধন করা।
- বর্তমানে মানব সমাজে মানুষদের দেহের রোগ থেকে মনের রোগ অধিক প্রবল। তাই অচিরেই সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচার কার্য শুরু করা উচিত।

১.১৮.১৯ – পরমেশ্বর ভগবান অনন্তের অনন্ত নাম, গুণকীর্তকারীর মহিমা –

আর যাঁরা মহান ভক্তের নির্দেশ অনুসারে অসীম শক্তিসম্পন্ন অনন্তের দিব্য নাম কীর্তন করেন, তাঁদের কি কথা? পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি অনন্ত এবং গুণাবলী দিব্য, তাঁর নাম অনন্ত।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – অনন্তের তাৎপর্য

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- অপরাধশূন্য নাম কীর্তন বলতে বোঝায়, পূর্ণরূপে নামের দিব্য প্রকৃতি সম্বন্ধে অবগত হয়ে ভগবানের শরণাগত হওয়া।
- ভগবানের দিব্য নামের কীর্তন কোন ব্যক্তিকে নিঃসন্দেহে নিম্নকুলে জন্মজনিত দোষ থেকে মুক্ত করতে পারে।
- যেহেতু ভগবানের ভক্ত ভগবানে শক্তির দ্বারা আবিষ্ট হন, তা যত স্বল্পমাত্রাতেই হোক, তাই নিম্নকুলে জন্মজনিত কোন রকম অযোগ্যতা ভগবদ্ভক্তির পথে প্রতিবন্ধক হতে পারে না।

১.১৮.২০ – লক্ষ্মীদেবীর ভগবৎ পাদপদ্ম সেবা-

এখানে প্রতিপন্ন হল যে, পরমেশ্বর ভগবান অনন্ত এবং কেউই তাঁর সমতুল্য নন। তাই কেউই যথেষ্টভাবে তাঁর সম্বন্ধে বলতে পারেন না। মহান্ দেবতারা অনেক প্রার্থনা করেও যে লক্ষ্মীদেবীর কৃপা লাভ করতে পারেন না, সেই লক্ষ্মীদেবী ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করেন, যদিও ভগবান এই প্রকার সেবার আকাঙ্ক্ষী নন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর নাভিপদ্ম থেকে এই জড় জগতের প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন। তিনি তাঁর নিত্য সেবায় যুক্ত লক্ষ্মীদেবীর গর্ভ থেকে তাঁকে উৎপন্ন করেননি। এইগুলি তাঁর পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য এবং পূর্ণতার কয়েকটি উদাহরণ।
- তাঁর কিছু করণীয় নেই বলতে এই বোঝায় না যে, তিনি নির্বিশেষ। তিনি এই প্রকার অচিন্ত্য শক্তিতে পূর্ণ যে, তাঁর ইচ্ছার প্রভাবেই কেবল সব কিছু সম্পাদিত হয়। তাই তাঁকে বলা হয় যোগেশ্বর, বা সমস্ত যৌগিক শক্তির ঈশ্বর।

১.১৮.২১ – কেবল শ্রীকৃষ্ণই ভগবৎ শব্দবাচ্য –

ব্রহ্ম যাঁর পাদনখ নিঃসৃত সলিল সংগ্রহ করে অর্ঘ্যস্বরূপ তা মহাদেবকে নিবেদন করেন (গঙ্গা রূপে) এবং যা মহাদেবসহ সমগ্র জগতকে পবিত্র করছেন, এই জগতে সেই মুকুন্দ ভিন্ন অন্য কে ভগবৎ শব্দবাচ্য হতে পারেন?

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- মূর্খ লোকেরা মনে করে যে, বৈদিক শাস্ত্রে বহু ঈশ্বরবাদ প্রতিপন্ন হয়েছে, তাদের সেই ধারণা ভ্রান্ত। ভগবান হচ্ছেন এক এবং অদ্বিতীয়, কিন্তু তিনি বহুরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন।
- ভগবদ্ভক্তদের চারটি সম্প্রদায় রয়েছে এবং তাদের মধ্যে মুখ্য হচ্ছে ব্রহ্মা থেকে প্রবর্তিত ব্রহ্ম সম্প্রদায় , শিব থেকে প্রবর্তিত রুদ্র সম্প্রদায় এবং লক্ষ্মীদেবী থেকে প্রবর্তিত শ্রী সম্প্রদায়। এই তিনটি সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত আর একটি চতুর্থ সম্প্রদায় রয়েছে যেটি হচ্ছে সনৎ কুমার থেকে প্রবর্তিত কুমার সম্প্রদায়। এই চারটি মূল সম্প্রদায় আজও ভগবানের দিব্য সেবায় যুক্ত, এবং তাঁরা সকলেই ঘোষণা করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ বা মুকুন্দ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং কেউই তাঁর সমান বা তাঁর থেকে মহৎ নন।

১.১৮.২২ –শ্রীকৃষ্ণাসক্ত ব্যক্তিদের বৈরাগ্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণে আসক্ত আত্ম-সংযত ব্যক্তিরা সহসা স্থুল দেহ এবং সূক্ষ্ম মন সহ জড়জাগতিক আসক্তি পরিত্যাগ করে সন্যাস আশ্রমের চরম সিদ্ধি পারমহংস্যত্ব প্রাপ্তির জন্য গৃহত্যাগ করে চলে যান, যার ফলে অহিংসা তথা বৈরাগ্য স্বাভাবিকভাবে সম্পাদিত হয়।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ইন্দ্রিয়গুলিকে জোর করে দমন করা যায় না, পক্ষান্তরে উপযুক্ত কার্যে নিযুক্ত করার মাধ্যমেই কেবল তা সম্ভব হয় । তাই ইন্দ্রিয় যখন সম্পূর্ণরূপে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হয়, তখন সেগুলি সর্বদাই ভগবানের দিব্য সেবায় যুক্ত থাকে । ইন্দ্রিয় তৃপ্তির এই সিদ্ধ অবস্থাকে বলা হগয় ভক্তিযোগ।
- তাই যাঁরা ভক্তিযোগের পন্থায় যুক্ত, তাঁরা যথাযথভাবে সংযত ইন্দ্রিয় এবং তাঁরা সহসা ভগবানের সেবার জন্য তাঁদের গৃহ এবং দেহের আসক্তি পরিত্যাগ করতে পারেন। এই স্তরকে বলা হয় পরমহংস স্তর। হংস দুধ এবং জলের মিশ্রণ থেকে দুধ আলাদা করে নিতে পারে । তেমনই, যাঁরা মায়ার সেবার পরিবর্তে ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁদের বলা হয় পরমহংস।
- প্রকৃত অহিংসা হচ্ছে মাৎসর্য থেকে মুক্ত হওয়া।
- বৈরাগ্যের অর্থ হচ্ছে জড়া প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল না হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার উপর সম্পূর্ণরূপে শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

১.১৮.২৩ – পণ্ডিতেরা তাঁদের উপলব্ধি অনুসারে ভগবল্লীলা বর্ণনা করেন

হে সূর্যসদৃশ দীপ্তিমান ঋষিগণ! শ্রীবিষ্ণুর অপ্রাকৃত লীলা আমি আমার জ্ঞান অনুসারে যথাসধ্য বর্ণনা করার চেষ্টা করব । পাখিরা যেমন তাদের শক্তি অনুসারে আকাশে বিচরণ করে, তেমনই পণ্ডিতেরাও তাঁদের উপলব্ধি অনুসারে ভগবানের লীলা কীর্তন করেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবান একাধারে নির্বিশেষ, সবিশেষ এবং একদেশবর্তী। তাঁর নির্বিশেষ রূপ হচ্ছে সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্ম, তাঁর একদেশবর্তী প্রকাশের দ্বারা তিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান, এবং তাঁর পরম সবিশেষরূপে তিনি তাঁর ভাগ্যবান পার্ষদ শুদ্ধ ভক্তদের অপ্রাকৃত প্রেমাস্পদ।
- প্রকৃতপক্ষে, ভগবানই কেবল নিজেকে বর্ণনা করতে পারেন, আর বিদ্বান ভক্তরা ভগবান তাঁদের যেমন ক্ষমতা দিয়েছেন সেই ক্ষমতা অনুসারে ভগবানের বর্ণনা করতে পারেন।

২৪-৩১ – শমীক ঋষির প্রতি পরীক্ষিৎ মহারাজের ক্রোধ

১.১৮.২৪-২৫ – মৃগয়ার্থে পরীক্ষিতের বনে গমন এবং ক্ষুধার্থ ও পিপাসার্থ হয়ে শমীক ঋষির আশ্রমে প্রবেশ-

এক সময় মহারাজ পরীক্ষিৎ শরাসনে শর যোজন করে মৃগয়ার্থে বনে মৃগের অনুসরণ করতে করতে অত্যন্ত ক্লান্ত এবং ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লেন । জলাশয়ের অন্বেষণ করতে করতে তিনি শমীক ঋষির প্রসিদ্ধ আশ্রমে প্রবিষ্ট হলেন এবং দেখলেন যে, এক মুনি নয়ন নিমীলিত করে প্রশান্তভাবে উপবেশন করে আছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – মহারাজ পরীক্ষিতের ইতিকথা

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের প্রতি এতই কৃপাশীল যে, উপযুক্ত সময়ে সেই ভক্তকে তাঁর কাছে নিয়ে আসার জন্য তিনি এক শুভ অবস্থার সৃষ্টি করেন। মাহরাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন ভগবানে শুদ্ধ ভক্ত, এবং তাঁর পক্ষে অত্যন্ত অবসন্ন, ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত হওয়ার কোন কারণ ছিল না; কেননা ভগবানে ভক্ত কখনও এই প্রকার দৈহিক আবেদনের দ্বারা বিচলিত হন না। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে এই প্রকার ভক্তরাও আপাতদৃষ্টিতে অবসন্ন এবং তৃষ্ণার্ত হতে পারেন, তবে সেটি ভগবানেরই ইচ্ছা প্রভাবে প্রকাশিত হয় তাঁদের জাগতিক কার্যকলাপে বৈরাগ্য উৎপাদনের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য।
- ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত তথাকথিত জাগতিক বিষয়ে যুক্ত থাকলেও ভগবান কখনও তাঁকে ভুলে যান না।
- ভক্ত বুঝতে পারেন যে, তা হচ্ছে ভগবানের ইঙ্গীত, কিন্তু অন্যেরা সেই পরিস্থিতিকে প্রতিকূল এবং নৈরাশ্যজনক বলে মনে করে । ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্‌ঘাটনে পরীক্ষিৎ মহারাজকে মাধ্যম করার প্রয়োজন ছিল, ঠিক যেমন তাঁর পিতামহ অর্জুন শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার বাণী প্রচারের মাধ্যম হয়েছিলেন।
- অতএব, সকলের মঙ্গল সাধনের জন্য যে পরিস্থিতিতে শ্রীমদ্ভাগবত কীর্তিত হয়েছিল, সেটি ছিল তারই সূচনা।

১.১৮.২৬ –শমীক ঋষির ব্রহ্মভূত স্থিতি –

সেই মুনির ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন এবং বুদ্ধি সমস্তই জড় বিষয় থেকে প্রত্যাহৃত হয়েছিল, এবং তিনি জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থার অতীত তুরীয় পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন বলে তিনি ব্রহ্মভূত ও নির্বিকার ছিলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- এই চিন্ময় অবস্থা তিনটি উপায়ে লাভ করা যায়, যথা, জ্ঞান বা চিন্ময় তত্ত্বের ধারণার মাধ্যমে, যোগ বা দেহ মনের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করে সমাধির বাস্তবিক উপলব্ধির মাধ্যমে, এবং যোগ বা ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত করার সব চাইতে স্বীকৃত পন্থার মাধ্যমে।

১.১৮.২৭ – শমীক ঋষি ও পরক্ষিতের বাহ্যিক স্থিতি –

সমাধিস্থ সেই মুনির দেহ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জটা এবং মৃগচর্মের দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল । তৃষ্ণায় রাজার তালু পর্যন্ত বিশুষ্ক হয়ে পড়েছিল, তাই তিনি সেই সমাধিস্থ মুনির কাছে জল প্রার্থনা করেছিলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- মহাভাগবত রাজা যে সমাধিস্থ মুনির কাছে জল চেয়েছিলেন, তা অবশ্যই দৈবের লিখন । তা না হলে এই অলৌকিক ঘটনার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

🕮 ১.১৮.২৮ – নিজেকে উপেক্ষিত মনেকরে পরীক্ষিতের ক্রোধ

রাজা যখন দেখলেন যে, মুনি তাঁকে তৃণাসন, স্থান, অর্ঘ কিছুই প্রদান করলেন না, এমন কি প্রিয় বচনে সম্ভাষণও করলেন না; তখন তিনি নিজেকে অবমানিত মনে করে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- বৈদিক প্রথা অনুসারে গৃহে যদি শত্রুও আসে, তা হলে তাকেও সমস্ত সম্মান সহকারে অভ্যর্থনা করার নির্দেশ দেওয়া আছে। তার সঙ্গে এমনভাবে আচরণ করা হত যে, তাকে বুঝতে দেওয়া হত না যে, সে তার শত্রুর গৃহে এসেছে। উদাহরন : ভীম এবং অর্জুনসহ শ্রীকৃষ্ণ যখন মগধরাজ জরাসন্ধের কাছে গিয়েছিলেন।
- শাস্ত্রবিধি হচ্ছে, এই যে একজন অক্ষম দরিদ্র ব্যক্তি যার অতিথিকে দেওয়ার মতো কিছু নেই, তিনিও অতিথিকে অন্তত বসার জন্য একটি তৃনাসন, পান করার জন্য জল এবং মধুর বাক্য নিবেদন করবেন। তার ফলে তাঁর অতিথি সৎকার করতে কোন অর্থ ব্যয় হবে না। এটি ত কেবল শিষ্টাচারের কথা।
- ভক্তদের ভগবান সর্বদাই রক্ষা করেন, এবং নৈরাশ্যে অথবা সাফল্যে, সর্ব অবস্থাতেই ভগবান তাঁদের পরিচালিত করেন। তাই ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা নৈরাশ্যজনক অবস্থাকেও ভগবানের আশীর্বাদ বলে মনে করেন।

🕮 ১.১৮.২৯ – পরীক্ষিতের এহেন আচরন অভূতপূর্ব –

হে ব্রাহ্মণগণ! ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত মহারাজ পরীক্ষিতের সেই ব্রহ্মর্ষির প্রতি ক্রোধ এবং মৎসরতা ছিল সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব। পূর্বে রাজা কখনো এরকম আচরণ করেননি।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবান যেমন কারও প্রতি মাৎসর্যপরায়ণ নন, তেমনই ভগবানের ভক্তও কারও প্রতি কখনো মাৎসর্যপরায়ণ হন না। মহারাজ পরীক্ষিতের এই আচরণের একমাত্র যৌক্তিকতা হচ্চে যে, তা ঘটেছিল ভগবানেরই ইচ্ছার প্রভাবে।

🕮 ১.১৮.৩০ – শমীক ঋষির স্কন্ধদেশে মৃত সর্প স্থাপন করে পরীক্ষিতের রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন

এইভাবে অপমানিত হয়ে মহারাজ পরীক্ষিৎ ক্রোধবশত ব্রহ্মর্ষির স্কন্ধদেশে একটি মৃত সর্প ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা স্থাপন করে তাঁর রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – ক্রুদ্ধ রাজা

🕮 ১.১৮.৩১ – গৃহে প্রত্যাবর্তন করে রাজার ভাবনা

গৃহে প্রত্যাবর্তন করে তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন, সেই ঋষি কি সত্যি সত্যি তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ একাগ্র করে নিমীলিত নেত্রে ধ্যান করেছিলেন, নাকি একজন ক্ষত্রবন্ধুকে অভ্যর্থনা না করার জন্য সমাধিমগ্ন হওয়ার ভান করছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – ভগবানের বিশেষ কৃপা

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- রাজা যে তাঁর পূর্বকৃত পাপ কর্মের ফলে এইভাবে আচরণ করেছিলেন, তা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এবং শ্রীল জীব গোস্বামী স্বীকার করেননি। তাঁকে ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভগবান এই আয়োজন করেছিলেন।
- তাঁর পক্ষে ক্ষুধায় এবং তৃষ্ণায় কাতর হওয়া ছিল অভিনয় মাত্র, কেননা তিনি তাঁর মাতৃগর্ভে অবস্থানকালেও আরও অনেক দুঃখ সহ্য করেছিলেন।
- মহারাজ পরীক্ষিতের মতো ভক্তেরা এই ধরনের বিপদ ভগবানের কৃপায় অনায়াসে সহ্য করতে পারেন, এবং তাঁরা কখনও বিচলিত হন না। অতএব এই প্রসঙ্গে এই পরিস্থিতি ভগবান কর্তৃকই পরিচালিত হয়েছিল।

৩২-৫০ – অনভিজ্ঞ বালক শৃঙ্গির অভিশাপ প্রদান; শমীক ঋষির অনুতাপ ও প্রার্থনা

🕮 ১.১৮.৩২ – পিতৃ লাঞ্চনার কথা জানতে পেরে শৃঙ্গীর উক্তি

সেই মুনির একটি পুত্র ছিল, সে ব্রাহ্মণপুত্র হওয়ার ফলে অত্যন্ত শক্তিমান ছিল। সে যখন অন্য বালকদের সঙ্গে খেলা করছিল, তখন সে জানতে পারে রাজা কিভাবে তাঁর পিতাকে লাঞ্ছিত করেছে। তৎক্ষণাৎ সেই বালক এই কথাগুলি বলে।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- কলি তখন জীবনের চতুরাশ্রমের সংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিনষ্ট করার সুযোগ খুঁজছিল এবং সেই অনভিজ্ঞ বালকটি কলিকে তখন বৈদিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করার সুযোগ দিয়েছিল।
- ব্রাহ্মণের অন্যায় আচরণের প্রথম শিকার হয়েছিলেন পরীক্ষিৎ মহারাজ, এবং তার ফলে কলির আক্রমণ থেকে রাজার প্রদত্ত সংরক্ষণ শিথিল হয়ে পড়ে।

🕮 ১.১৮.৩৩ – শাসকদের পাপ আচরণ

(ব্রাহ্মণবালক শৃঙ্গী বলল) দেখ! শাসকেরা কি রকম পাপ আচরণপরায়ণ হয়েছে। কাক এবং দ্বাররক্ষক কুকুরের সঙ্গে যাদের তুলনা হতে পারে, আজ কি না তারাই প্রভুর প্রতি পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়েছে!

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – বর্ণ বিদ্বেষ

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- সুযোগ্য ব্রাহ্মণ পিতার নির্দেশনায় ব্রাহ্মণ-পুত্রের স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্মণ হওয়ার খুব ভাল সুযোগ থাকে, ঠিক যেমন একজন চিকিৎসকের পুত্রের চিকিৎসক হওয়ার খুব ভাল সম্ভাবনা থাকে। এই প্রকার বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত।
- রাজা অবশ্যই রাষ্ট্রের দ্বাররক্ষক কুকুরের মতো, কেননা তিনি শত্রুর আক্রমণ থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য সতর্ক দৃষ্টিতে সীমানা পাহারা দেন, কিন্তু তা বলে তাকে একটি কুকুরের সঙ্গে তুলনা করা সংস্কৃতির অভাবের পরিচায়ক।

🕮 ১.১৮.৩৪ – ক্ষত্রবন্ধুদের দুঃসাহস

ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রবন্ধুদের গৃহরক্ষক কুকুর বলেই নিরূপিত করেছে। তারা অবশ্যই দ্বারদেশে থাকবে। আজ তারা কিসের ভিত্তিতে গৃহে প্রবেশ করে প্রভুর সঙ্গে এক পাত্রে ভোজন করার সাহস পায়?

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – অশিষ্ট ব্রাহ্মণ বালক

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- সে রাজাকে একজন দ্বাররক্ষক কুকুরের সঙ্গে তুলনা করেছিল এবং প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল যে, রাজার পক্ষে ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবেশ করে তার পাত্র থেকে জল পান করতে চাওয়া অন্যায় আচরণ।

🕮 ১.১৮.৩৫ – ক্ষুদ্র ব্রহ্মতেজের প্রভাবে মদমত্ত অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ বালকের শক্তি প্রদর্শন –

সকলের পরম শাসক পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করেছেন বলে এই সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল লোকেরা তাদের প্রভাব বিস্তার করছে। তাই আমি তাদের দণ্ডদান করছি। তোমরা আমার শক্তি দেখ।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ব্রাহ্মণবালক শৃঙ্গীর মাধ্যমে কলি এই পৃথিবীর উপর তার আধিপত্য বিস্তার করার সুযোগ পেয়েছিল।

🕮 ১.১৮.৩৬ – ক্রুদ্ধ শৃঙ্গির বৌশিকী নদীর জলে আচমন-

ঋষিবালক শৃঙ্গীর চক্ষুদ্বয় ক্রোধে আরক্ত হয়েছিল, সে তার খেলার সাথীদের সঙ্গে এইভাবে কথা বলতে বলতে কৌশিকী নদীর জলে আচমন করে বজ্রোপম বাক্য উচ্চারণ করল।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- তার ব্রহ্মতেজ পদর্শন করার জন্য এক অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণবালক পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো একজন আদর্শ রাজাকে হত্যা করে এক মস্ত বড় ভুল করেছিল।

🕮 ১.১৮.৩৭ – শৃঙ্গীর অভিশাপ-

সেই ব্রাহ্মণের পুত্র রাজাকে অভিশাপ দিল- "যে কুলাঙ্গার মর্যাদা লঙ্ঘন করে আমার পিতাকে এইভাবে অবমাননা করেছে, আমার আদেশক্রমে তক্ষক সর্প সপ্তম দিনে তাঁকে দংশন করবে।"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ব্রাহ্মণবালকটি মহারাজ পরীক্ষিতকে কুলাঙ্গার বলে অভিহিত করেছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে ব্রাহ্মণবালকটি নিজেই ছিল কুলাঙ্গার, কেননা তার জন্যই ব্রাহ্মণ সমাজ বিষদাঁত ভাঙা সাপের মতো শক্তিহীন হয়ে পড়েছে।
- কলি প্রথমে ব্রাহ্মণবালকটিকে জয় করেছিল, এবং ধীরে ধীরে সে অন্যান্য বর্ণাগুলিও জয় করে। তার ফলে আজ সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানসম্মত বর্ণ-ধর্মের ব্যবস্থা এক দূষিত জাতিভেদ প্রথার রূপ নিয়েছে, যা কলিযুগের প্রভাবে প্রভাবান্বিত আর এক শ্রেণীর মানুষদের দ্বারা উৎপাটিত হচ্ছে। মানুষের কর্তব্য এই কুলষের মূল কারণ খুঁজে দেখা এবং এই ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক মাহাত্ম্য না জেনে তার নিন্দা না করা।

🕮 ১.১৮.৩৮ – শৃঙ্গীর আশ্রমে প্রত্যাবর্তন এবং পিতার গলদেশে মৃত সর্পদেখে রোদন –

ঋষিকুমার এই বলে আশ্রমে প্রত্যাগমন করল এবং তাঁর পিতার গলদেশে মৃত সর্প দেখে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে উচ্চস্বরে রোদন করতে লাগল।

🕮 ১.১৮.৩৯ – শমীক ঋষির নেত্রদ্বয় উন্মীলন এবং মৃত সর্প দর্শন-

হে ব্রাহ্মণগণ! অঙ্গিরা মুনির গোত্র উদ্ভত সেই শমীক ঋষি তাঁর পুত্রের ক্রন্দন শ্রবণ করে ধীরে ধীরে তাঁর নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করলেন এবং তাঁর গলদেশে এক মৃত সর্প দেখতে পেলেন।

🕮 ১.১৮.৪০ – শমীক ঋষির স্বীয় পুত্রকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা –

তিনি সেই সাপটিকে একপাশে ছুঁড়ে ফেলে তাঁর পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন- বৎস! কি জন্য তুমি ক্রন্দন করছ? কেউ কি তোমার অনিষ্ট করেছে? সে কথা শুনে ঋষিবালক তাঁর পিতাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলেছিল।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- তার পিতা তাঁর গলায় জড়ানো মৃত সর্পটি সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্ব দেননি। তিনি কেবল সেইট দূরে নিক্ষেপ করেছিলেন।

🕮 ১.১৮.৪১ – শৃঙ্গীর অভিশাপ শুনে শমীক ঋষির শোক প্রকাশ

তাঁর পুত্র অভিসম্পাতের অনুপযুক্ত সেই মহারাজ পরীক্ষিতকে শাপ দিয়েছে শুনে সেই ব্রাহ্মণ শমীক ঋষি তাঁর পুত্রকে প্রশংসা করলেন না। পক্ষান্তরে, তিনি পুত্রকে বললেন, আহা কী দুঃখের বিষয়! তুমি মহা পাপ করেছ। তুমি লঘু অপরাধে গুরুতর দণ্ড প্রদান করেছ।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- রাজা হচ্ছের নরশ্রেষ্ঠ। তিনি ভগবানের প্রতিনিধি, এবং কখনও তাঁকে অভিসম্পাত করা উচিত নয়। অর্থাৎ, রাজা কখনও অন্যায় আচরণ করেন না।
- ভুল চিকিৎসার ফলে যদি কোন রোগীর মৃত্যু হয়, সেজন্য কখনো চিকিৎসককে হত্যাজনিত অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না।
- সাধারণ নিয়ম অনুসারে রাজা অভিসম্পাতের অতীত, আর মহারাজ পরীক্ষিতের মতো একজন সৎ রাজার কি কথা!

🕮 ১.১৮.৪২ – অপরিণত বুদ্ধিবিশিষ্ঠ শৃঙ্গীর কার্য অনুচিত ছিল

হে বৎস! তোমার বুদ্ধি অপরিণত, এবং তাই যে রাজা নরশ্রেষ্ঠ এবং বিষ্ণুতুল্য বলে বিদিত, যাঁর দুর্বিষহ তেজের প্রভাবে সমস্ত প্রজারা সুরক্ষিত হয়ে নির্ভয়ে সুখৈশ্বর্য ভোগ করে, তাঁকে সাধারণ মানুষের সমতুল্য বলে মনে করা তোমার উচিত হয়নি।

🕮 ১.১৮.৪৩ – ভগবানের প্রতিনিধি স্বরূপ রাজা অন্তর্হিত হলে প্রজা বিনষ্ট হবে এবং চোরের প্রাদুর্ভাব হবে –

হে বৎস, চক্রধারী শ্রীভগবানের প্রতিনিধি হচ্ছেন রাজা। সেই রাজা অন্তর্হিত হলে এই পৃথিবীতে প্রচুর চোরের প্রাদুর্ভাব হবে এবং প্রজারা রক্ষকবিহীন মেষপালের মতো মুহূর্তের মধ্যে বিনষ্ট হবে।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – রাজতন্ত্র উচ্ছেদের কুফল

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা অনুসারে রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করে। রাজাকে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি বলা হয় কারণ তাঁকে প্রজাপালনরূপ ভগবানের গুণাবলী অর্জন করার শিক্ষা লাভ করতে হয়।

১.১৮.৪৪ – রাজতন্ত্রের সমাপ্তির পরিণাম –

রাজতন্ত্রের সমাপ্তির ফলে এবং দস্যু এবং দুর্বৃত্ত কর্তৃক জনসাধারণের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হওয়ার ফলে ভয়ঙ্কর সামাজিক সঙ্কট দেখা দেবে। মানুষ পরস্পরকে বিনাশ করবে এবং পশু, স্ত্রী ও ধন অপহরণ করবে। আর এই সমস্ত পাপের জন্য আমরা দায়ী হব।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, রাজতন্ত্রের অনুপস্থিতিতে মানুষ পরস্পরের ধন-সম্পদ, পশু, স্ত্রী ইত্যাদি অপহরণ করতে শুরু করবে এবং তার ফলে সর্বত্রই প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

১.১৮.৪৫ – ঐ

তখন মানুষ বেদ বিহিত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার প্রগতিশীল সভ্যতা থেকে বিচ্যুত হবে। তার ফলে তারা কেবল অর্থনৈতিক উন্নতি এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের চেষ্টাতেই মগ্ন থাকবে, এবং তার ফলে বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি হবে এবং তারা কুকুর এবং বানরের মতো সন্তানসন্ততি উৎপাদন করবে।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- বানর যেমন অত্যন্ত কামুক এবং কুকুর যেমন সম্ভোগের ব্যাপারে একেবারে নির্লজ্জ, বর্ণসঙ্করের ফলে উৎপন্ন মানুষেরা বৈদিক সদাচার বিমুখ হয়ে এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়ে, বানর এবং কুকুরের মতো কামুক ও নির্লজ্জ হয়ে উঠবে।

১.১৮.৪৬ – পরীক্ষিৎ মহারাজ কোন মতেই অভিশাপের পাত্র নন

ধর্মরক্ষক, মহাযশস্বী, পরম ভাগবত, অশ্বমেধ যজ্ঞকারী রাজর্ষি ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পরিশ্রমে কাতর হয়ে বিপন্নভাবে আমাদের কাছে আগত সেই পরীক্ষিৎ মহারাজ কোন মতেই আমাদের অভিশাপের পাত্র নন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- রাজপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির সাধারণ আচার সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে এবং রাজা যে কখনো কোন অন্যায় করতে পারেন না এবং সেজন্য তাঁকে কখনো অভিসম্পাত করা উচিত নয়, সে কথা বিশ্লেষণ করার পর শমীক ঋষি পরীক্ষিৎ মহারাজ সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু বলতে চেয়েছেন। পরীক্ষিৎ মহারাজের বিশেষ গুণাবলী এখানে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

১.১৮.৪৭ – স্বীয় পুত্রের অপরাধের জন্য শমীক ঋষির ভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা

তখন সেই ঋষি, সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন তিনি যেন তাঁর বুদ্ধিহীন অপরিণত বালকপুত্রকে ক্ষমা করেন, যে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত তাঁর মহান ভক্তকে অভিশাপ দিয়ে মহা অপরাধ করেছে।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- মহারাজ পরীক্ষিতকে অভিশাপ দিয়ে সেই মূর্খ শৃঙ্গী কেবল এক মহা পাপই করেনি. এক মহা অপরাধও করেছিল।
- কিন্তু যদি প্রশ্ন হয়, কলিকে এই পৃথিবীতে প্রবেশ করতে দেওয়ার জন্য সমস্ত ব্রাহ্মণ-সমাজকে কেন দায়ী করা হচ্ছে, তার উত্তর বরাহ পুরাণে দেওয়া হয়েছে – যে সমস্ত অসুরেরা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি শত্রুতা করেছিল কিন্তু ভগবানের দ্বারা নিহত হয়নি; তারা যেন কলিযুগের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে সেজন্য তাদের ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করতে দেওয়া হয়েছিল। পরম করুণাময় ভগবান তাদের পুণ্যবান ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছিলেন যাতে তারা মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারে।
- সমস্ত মূর্খ ব্রাহ্মণ-সন্তানদের এখানে সাবধান করে দেওয়া হচ্চে যাতে তারা তাদের পূর্ব জন্মকৃত আসুরিক বৃত্তিগুলি দমন করে রাখার জন্য সর্বদা সচেষ্ট হন এবং মূর্খ শৃঙ্গীর মতো আচরণ না করেন।

১.১৮.৪৮ – ভক্তের সহিষ্ণুতা –

ভগবানের ভক্ত এতই সহিষ্ণু যে, যদি তাঁরা অপমানিত, প্রতারিত, অভিশপ্ত, বিচলিত, উপেক্ষিত, এমন কি নিহতও হন, তা হলেও তাঁরা কখনো প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভাবেন না।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- কিন্তু যদি ভগবান অথবা ভগবানের ভক্তের বিরুদ্ধে সেরকম কোনও আচরণ করা হয়, তখন ভগবদ্ভক্ত অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে সেটি ছিল একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার, এবং তাই শমীক ঋষি জানতেন যে, তিনি তাঁর প্রতিকার করার কোন রমক চেষ্টা করবেন না। তাই সেই অপরিণত বালকের হয়ে ভগবানের কাছে আবেদন করা ছাড়া আর কোনও গত্যন্তর ছিল না।
- ভগবদ্ভক্তেরা ব্রাহ্মণ না হলেও ব্রাহ্মণদের থেকে অধিক শক্তিসম্পন্ন। কিন্তু এই প্রকার শক্তিশালী ভক্তরা কখনো তাঁদের ব্যক্তিগত লাভের জন্য তাঁদের সেই শক্তির অপচয় করেন না। ভক্ত তাঁর সমস্ত শক্তি সর্বদা ভগবানের সেবায় এবং তার ভক্তের সেবায় ব্যবহার করেন।

১.১৮.৪৯ – শমীক মুনির মহানতা – নিজের অপমানের কথা চিন্তা না করে পুত্রের অপরাধের জন্য অনুতাপ –

সেই মুনিশ্রেষ্ঠ শমীক তাঁর পুত্রের অপরাধ চিন্তা করে এইভাবে অনুতাপ করতে লাগলেন, কিন্তু তিনি নিজে যে রাজার দ্বারা অপমানিত হয়েছিলেন সেই অপরাধের কথা একবারও চিন্তা করলেন না।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- এই সম্পূর্ণ ঘটনাটি এখন স্পষ্ট হয়ে গেল। মহারাজ পরীক্ষিৎ যে শমীক ঋষির গলায় একটি মৃত সাপ মালার মতো পরিয়ে দিয়েছিলেন, সেটি খুব

একটা বড় অপরাধ ছিল না, কিন্তু রাজার প্রতি শৃঙ্গীর অভিশাপ ছিল একটি মস্ত বড় অপরাধ।

- প্রকৃতপক্ষে, সেটি ছিল ভগবানেরেই ইচ্ছা, এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ, শমীক ঋষি এবং তাঁর পুত্র শৃঙ্গী, এঁরা সকলেই ছিলেন ভগবানের সেই ইচ্চাকে ফলপ্রসূ করার নিমিত্ত মাত্র। তাই তাঁদের কাউকেই কোন রকম অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি, কেননা সব কিছুই সম্পাদিত হয়েছিল পরমেশ্বর ভগবানকে কেন্দ্র করে।

১.১৮.৫০ – সাধুরা সুখ-দুঃখে অবিচল –

সংসারে প্রায়ই সাধুরা অন্য কর্তৃক সুখ-দুঃখ প্রাপ্ত হলেও তাতে বিহ্বল হন না, কেননা তাঁরা সুখ-দুঃখ আদি গুণে অনাসক্ত।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- যেহেতু ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান এক এবং অদ্বিতীয় চিন্ময় তত্ত্বের বিভিন্ন প্রকাশ, তাই পরমার্থবাদীরা জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের অতীত। জড় সুখ-দুঃখ প্রকৃতির গুণজাত, এবং তাই প্রকৃতির সুখ এবং দুঃখের কারণ সম্বন্ধে পরমার্থবাদীরা কখনোই কোন রকম গুরুত্ব দেন না।